فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ

রাসূলের মুচকি হাসি

মূল আরবি:

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

অনুবাদ:

আব্দুল্লাহ যোবায়ের



রাসূলের মুচকি হাসি

মূল আরবি: ***আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা***
অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ যোবায়ের
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
স.ম. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ০৭
প্রকাশকালঃ শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১
প্রকাশনায়ঃ সওতুল মদীনা, ঢাকা **+৮৮০১৬৭৬৬৭৩৯৪৬,**
jobairabdullahbayan@gmail.com saotulmadina.com
মূল্য : ৬০ টাকা
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com wafilife.com

প্রাপ্তিস্থানঃ

ঢাকাঃ

*বায়তুল মুকাররাম, মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
*মুহাম্মদ তামিম হোসাইন, বায়তুল মোকাররম, বায়তুন জুয়েলার্স, ২য় তলা, মোবাইল: +8801940988788
***ছালেহিয়া লাইব্রেরী, দারুন্নাজাত কামিল মাদ্রাসা** +8801733965450

কুমিল্লাঃ *দারুসসুন্নাত গণীয়া লাইব্রেরি*
তিলিপ দরবার শরীফ, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা, ০১৬৭৫৭৩৪৪৮৮

সিলেটঃ

১| নোমানিয়া লাইব্রেরী- কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
২| লতিফিয়া লাইব্রেরী- কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
৩| কোরআন মহল- কুদরত উল্লাহ মার্কেট (২য় তলা), সিলেট।
৪| বই বিলাস- রাজা ম্যানশন জিন্দাবাজার (২য় তলা), সিলেট।
৫| সাইমুন লাইব্রেরী- সোবহানীঘাট, সিলেট।
৬| রাহবার লাইব্রেরী- সোবহানীঘাট, সিলেট।

চট্টগ্রামঃ রেজায়ে মোস্তফা লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা
জামালিয়া দরবার শরীফ হালিশহর, +8801812381305

ঝিনাইদহঃ নাজমুস সাদাত, মোবাইলঃ +8801777291809

সূচিপত্র



﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।[1]

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-কৌতুক, জীবনের বাঁকে বাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথী হওয়া, আত্মায় আত্মায় মিশে যাওয়ার অসম্ভব শক্তি ও অনিন্দ্য-সুন্দর গুণাবলী দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব ﷺ কে সৃষ্টি করেছিলেন। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আমাদের জীবনেও আছে, নেই সেই মায়াবী চেহারা মুবারক, যেই চেহারা মুবারকের মায়াবী নজর ও পরশে মুছে যেত হাজারো কষ্ট, সজীব হয়ে উঠত ক্ষত-বিক্ষত লাখো আত্মা, চোখে বাঁধভাঙ্গা জলের স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষের চেহারায় মুহুর্তে ফুটে উঠত জান্নাতী হাসি। একেবারেই সাধারণ মানুষও রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা'র অতি আপনজন হিসাবে নিজেকে আবিষ্কার করতেন মুহুর্তের মধ্যে।

নবীজী আমার এই চিন্তা করতেন না যে, অমুক আসামী, তাকে কাছে আসতে দিলে আমার ইমেইজ নষ্ট হবে। কত মাটির মানুষ স্বর্ণ বিলাতে শুরু করলেন মুহুর্তের এক নজরে। আহা! আজ সবই আছে নেই সেই মায়া, সেই দয়া, সেই আপন করে নেয়া।

"রাসূলের মুচকি হাসি" পুস্তিকাটি আমায় নিয়ে যায় ভিন্ন এক জগতে। আপনার বেলায়ও ব্যতিক্রম হবে না ইনশাআল্লাহ। দোয়া চাই।

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

নিউ ইয়র্ক, মে ২৮, ২০২১

---

[1] সুরা আহযাব ২১

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

হাসি—কান্না উভয়ই উচ্চতর মানবিক আবেগের পরিচয় বহন করে। যাদের হৃদয় সংবেদনশীল, যারা অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হয়, যাদের মন নির্মল, তারাই কেবল মন থেকে কাঁদতে পারেন, হাসতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন ছিল শিশুদের মতো কোমল। তাঁর নির্মল হাসি আর কান্না উভয়ই ছিল সাহাবিদের কাছে খুবই পরিচিত এক দৃশ্য।

তিনি যখন খুশি হতেন, পুরো চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে উঠতো। যখন হাসতেন, চারপাশের সবকিছু যেন হেসে উঠতো। অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে, যখন কারও রাগে ফেটে পড়ার কথা, তখনও পরম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে অবলীলায় তিনি মুচকি হাসতে পারতেন। আবার যখন খুব বেশি খুশি হতেন, তখনকার হাসিতে সমুদ্রের গভীরে লুকানো বহুমূল্য মণিমুক্তার মতো ঝকঝকে এক সারি দাঁত চকিতে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যেতো। ইমাম বুসিরি এজন্য বলেছেন, كأنّما اللّؤلؤ المكنون في صدف -সেই দাঁতগুলো যেনো ঝিনুকের মাঝে লুকানো মণিমুক্তার মতো...।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতে খুশি হন, তাতে আমরাও খুশি। তিনি যাতে দুঃখিত হন, তাতে আমরাও দুঃখিত। সেজন্য তাঁর হাসি—কান্না বিষয়ক বর্ণনাগুলো জানা প্রয়োজন। যেসব পরিস্থিতিতে তিনি হেসেছেন, আমরাও তেমন পরিস্থিতিতে হাসবো। সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে রাখার বিশেষ কোনো ফজিলত নেই। সেটা বোঝার জন্যও এ বিষয়ক হাদিসগুলো পড়া প্রয়োজন। এছাড়া তাঁর হাসি—কান্নার মতো আবেগময় অনুভূতির প্রকাশগুলো এ যুগের দাঈদের জন্যও প্রয়োজনীয়। অনেকে এমনভাবে গম্ভীরমুখে ধর্মীয় কথা বলেন, যাতে মনে হয় ইসলামে আনন্দ, কৌতুক আর রসবোধের কোনো স্থান নেই। অথচ সুন্নাহ হলো সবসময় মুচকি হাসা।

অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই সুন্নাহর প্রতি বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া জন্য আমরা এ বিষয়ে কিছু সহিহ হাদিসের সংকলন তুলে ধরছি। হাদিসগুলো অনুবাদের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

আশা করি ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকা আমাদেরকে হাসিমুখে থাকতে উৎসাহ দেবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কবুল করুন। আমিন।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদক
সওতুল মদীনা

فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ

الحَمْدُ للهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ، وَعَلى آلِه وَصَحْبِه وَمَنْ وَّالَاه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ: তিনি কেবল মুচকি হাসতেন

رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا، حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ[2]

ইমাম বুখারি আয়িশা رضي الله عنها হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,আমি রাসূল ﷺ কে এভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কন্ঠনালীর আলাজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন।[3]

فَأَنْتُمْ إِذًا: তাহলে তোমরাই খাও

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي. قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ. قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قَالَ لاَ أَجِدُ. فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا ". قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ " فَأَنْتُمْ إِذًا " [4]

আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রামাদ্বানে (দিনে) আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি বললেন, তুমি একটি গোলাম আযাদ করে দাও। সে বলল, আমার গোলাম নেই। তিনি বললেন, তাহলে এক নাগাড়ে দু'মাস সিয়াম পালন কর। সে বলল, এতেও আমি অপারগ। তিনি বললেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দাও। সে বলল, তারও ব্যবস্থা নাই। তখন এক ঝুড়ি

---

[2]. সহিহ বুখারি, কিতাবুল আদব, বাবুত তাবাসসুম ওয়াদ দিহক, হা. নং: ৬০৯২

[3] বুখারী ৬০৯২ (তাওহীদ)

[4] বুখারি, কিতাবুল আদব, বাবুত তাবাসসুম ওয়াদ দিহক, হা. নং: ৬০৮৭

খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? এটি নিয়ে সদাকাহ করে দাও। লোকটি এবার বলল, আমার চেয়েও অধিক অভাবগ্রস্ত আবার কে? আল্লাহর কসম! মদিনার দু' প্রান্তের মাঝে এমন কোন পরিবার নেই, যে আমাদের থেকে অধিক অভাবগ্রস্ত। তখন নবী ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর চোয়ালের নাওয়াযিজ দাঁতগুলো প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন, তাহলে এখন এটা তোমরাই খাও।[5]

জান্নাতীদের সর্বনিম্ন অবস্থা أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا، فَيَقُولُ اللَّهُ :اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ :يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ :اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ :يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ :اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا – أَوْ :إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا – فَيَقُولُ :تَسْخَرُ مِنِّي – أَوْ :تَضْحَكُ مِنِّي – وَأَنْتَ المَلِكُ " فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً .[6]

'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সবশেষে যে লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবশেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত ভরে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। আবার আল্লাহ্ বলবেন,যাও জান্নাতে দাখিল হও। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত ভরে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে,হে প্রতিপালক! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম।

---

[5] বুখারী ৬০৮৭

[6] বুখারি, কিতাবুর রিকাক, বাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, হা. নং: ৬৫৭১

তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। কেননা জান্নাত তোমার জন্য দুনিয়ার সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ বলেছেন, দুনিয়ার দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, (হে প্রতিপালক)! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা বা হাসি-তামাশা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর মাড়ির দাঁত বের করে হাসতে দেখলাম। এবং তিনি বলছিলেন এটা জান্নাতীদের সর্বনিম্ন অবস্থা।[7]

জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ

رَوَى مُسْلِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ :اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ :عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ :نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ :فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ :رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا " فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، [8]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, জাহান্নাম হতে সবার শেষে উদ্ধারপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। কিয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, এ ব্যাক্তির সগীরা গুনাহগুলো তার সামনে পেশ কর, আর কবীরা গোনাহগুলো আলাদা তুলে রাখ। ফেরেশতাগণ তার সম্মুখে সগীরা গুনাহগুলো উপস্থিত করবেন। ঐ ব্যাক্তিকে বলা হবে, তুমি অমুক দিন এ পাপ কাজ করেছিলে? অমুক দিন এ কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। সে কোনটার অস্বীকার করতে পারবে না। আর কবীরা গুনাহগুলো পেশ করা হলে সে ভয় করতে থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার এক একটি গুনাহর স্থলে একটি নেকী দেওয়া হল। লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! আমি আরও অনেক অন্যায় কাজ করেছি, যেগুলো এখানে

---

[7] বুখারী ৬৫৭১

[8] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাব: আদনা আহলিল জান্নাতি মানযিলাতান, হা. নং: ৩১৪

দেখছি না। এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির নাওয়াযিজ দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখা গেলো।[9]

رَوَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيَقُولُ :سَلُوا عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَاخْبَئُوا كِبَارَهَا، فَيُقَالُ لَهُ :عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا" ، قَالَ " :فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً" ، قَالَ " :فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هَاهُنَا " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. صَحِيحٌ

তিরমিযি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি অবশ্যই তাকে চিনি। তাকে হাযির করা হলে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তোমরা ছোটখাটো গুনাহ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন কর এবং মারাত্মক গুনাহগুলো গোপন রাখো। সে মোতাবিক তাকে প্রশ্ন করা হবে, অমুক অমুক দিন তুমি এই এই গুনাহ করেছো, অমুক অমুক দিন এই এই গুনাহ করেছো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তাকে বলা হবে, কিন্তু আজ প্রতিটি গুনাহর বিনিময়ে তোমাকে সাওয়াব দান করা হচ্ছে। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তো এগুলো ব্যতীত আরো অনেক গুনাহ করেছি, কিন্তু এখানে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তার মুখের নাওয়াযিজ দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে যায়।[10]

هذه بِتِلْكَ: 'এটা ঐটার বদলা।'

رَوَى أحمَدُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي :تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ

[9] মুসলিম ৩৬৩ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
[10] তিরমিযী ২৫৯৬

لِلنَّاسِ :تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ :تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ :تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي ، فَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ :هَذِهِ بِتِلْكَ[11] إسْنَادُه جَيِّدٌ

ইমাম আহমদ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র সাথে আমি কোনও একটা সফরে বের হলাম। তখন আমি অল্পবয়েসি ছিলাম, আমার শরীরে মাংস কম ছিল, মোটাও ছিলাম না। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, ‘তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।’ এরপর তারা সামনে চলে গেলো। তিনি তখন আমাকে বললেন, ‘আসো। আমি তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করবো। এরপর তাঁর সাথে আমি দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং জিতে গেলাম। তিনি আমাকে কিছু বললেন না। একসময় আমার শরীর মাংসল হলো, আমি মোটা হলাম আর আগের কথা ভুলে গেলাম। এরপর একদিন তাঁর সাথে কোনো সফরে বের হলাম। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, ‘তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।’ এরপর তারা সামনে চলে গেলো। তিনি তখন আমাকে বললেন, ‘আসো। আমি তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করবো। এরপর তাঁর সাথে আমি দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি জিতে গেলেন। এরপর তিনি হাসতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, ‘এটা ঐটার বদলা।’ হাদিসটির সনদ জায়্যিদ।

দু'টি ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া? فَرَسٌ لَه جَنَاحَانِ؟:

رَوَى أَبُوْ دَاودَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ :قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ قَالَتْ :فَرَسٌ، قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ :فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ صحيح

---

[11] মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদুন নিসা, মুসনাদুস সিদ্দিকা আয়েশা বিনত সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হা. নং: ২৬২৭৭। শুয়ায়ব বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম।

আইশা ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক অথবা খায়বরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, আর এ সময় আমার ঘরে একটা পর্দা ঝুলানো ছিল। বাতাসের কারণে পর্দার এক কোণা খুলে যাওয়ায় আমার খেলার পুতুলগুলো, যা একটি তাকের উপর ছিল, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। তখন তিনি বলেন, হে আইশা! এগুলো কি? তিনি বলেন, এগুলো আমার পুতুল। এরপর নবী ﷺ তার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখতে পান, যার দু’টি ডানা ছিল কাপড় দিয়ে তৈরী। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি যা আমি দেখছি? তিনি বলেন, এটা ঘোড়া। নবী ﷺ বলেন, এর উপর এটা কি? তিনি বলেন, দু’টি ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া? আইশা ﵂ বলেন, আপনি কি শোনেননি, সুলায়মান ﵇এর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? আইশা ﵂ বলেন, আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠেন, যার ফলে আমি তাঁর সামনের নাওয়াযিজ দাঁত দেখতে পাই।[12]

তিনি নবীজিকে হাসাতেন وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

‘উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ এর যুগে এক লোক যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ আর ডাকনাম ছিল হিমার। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাসাতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরাব পান করার কারণে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক লোক বললেন, হে আল্লাহ্! তার উপর লা‘নত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে

[12] আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফিল লাবি বিল বানাত, হা. নং: ৫৯৩২

কতবার যে আনা হল! তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে লা'নত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।[13]

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطِ هَذَا مَتَاعَهُ فَمَا يَزِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى [14]

যায়দ ইবন আসলাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, একজন লোকের উপাধি ছিল হিমার। তিনি প্রায়ই হাদিয়া হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য ঘি ভরা ছোট মশক, মধু ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। এরপর তার মালিক যখন [পাওনার জন্য] তাকে তাগাদা দিত, তখন তিনি তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এরকাছে নিয়ে আসতেন। বলতেন, 'এনাকে পাওনা দিয়ে দিন।' এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বেশি মুচকি হাসতেন আর তার পাওনা দিয়ে দিতে বলতেন। তখন দিয়ে দেয়া হতো।

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَى الْمَدِينَةِ طَرْفَةً إِلَّا اشْتَرَى مِنْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَهْدَيْتُه لَكَ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُه يَطْلُبُ ثَمَنَهُ جَاءَ بِهِ فَقَالَ أَعْطِ هَذَا الثَّمَنَ فَيَقُولُ أَلَمْ تُهْدِهِ إِلَيَّ فَيَقُوْلُ لَيْسَ عِنْدِي فَيَضْحَكُ وَيَأْمُرُ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنِهِ [15]

'মদীনায় যখনই নতুন কোনো পণ্য আসতো, তিনি সেটা [বাকিতে] কিনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে চলে আসতেন। বলতেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা আপনাকে হাদিয়া দিলাম।' কিন্তু এর দামের খোঁজে মালিক যখন চলে

---

[13] বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, ৬৭৮০

[14] মুসনাদু আবি ইয়ালা আল মুসেলি: ১৭৬, সহিহ; ফাতহুল বারি, কিতাবুল হুদুদ, বাবু মা ইয়ুকরাহু মিন লা-নি শারিবিল খামরি ওয়া আন্নাহু লাইসা বি খারিজিম মিনাল মিল্লাহ, ৬৭৮০ নং হাদিসের ব্যাখ্যা; উদমাতুল কারি ৬৭৮০ নং হাদিসের ব্যাখ্যা; কাসতাল্লানির ইরশাদুস সারি লিশারহি সাহিহিল বুখারি; মাজমাউয যাওয়াইদ: ৬৭৩১, রাবীগণ বিশুদ্ধ।

[15] ফাতহুল বারি, কিতাবুল হুদুদ, বাবু মা ইয়ুকরাহু মিন লা-নি শারিবিল খামরি ওয়া আন্নাহু লাইসা বি খারিজিম মিনাল মিল্লাহ, ৬৭৮০ নং হাদিসের ব্যাখ্যা।

-কাসতাল্লানির ইরশাদুস সারি লিশারহি সাহিহিল বুখারি;

আসতো, তাকে নিয়ে তিনি আবার রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসতেন। বলতেন, 'এনাকে দাম দিয়ে দিন।' তিনি বলতেন, 'তুমি না আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে?' হিমার বলতেন, 'আমার কাছে [মূল্য পরিশোধ করার মতো কিছু] ছিল না।' তিনি তখন হেসে ফেলতেন আর মালিককে মূল্য দিয়ে দেয়ার আদেশ করতেন।'

لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا: আমি শুধু সত্য কথাই বলে থাকি

رَوَى التِّرْمِذِيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا 16 صَحِيْحٌ

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি তো আমাদের সাথে কৌতুকও করে থাকেন। তিনি বললেন, আমি শুধু সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকেও)।[17]

وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ: যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন

رَوَى ابْنُ مَاجَه: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ :مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا 18 صَحِيْحٌ

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে প্রবেশে আমাকে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন। আমি তাঁর নিকট অভিযোগ করি যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখো এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।[19]

---

[16] তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফিল মিযাহ, হা. নং: ১৯৯০
[17] তিরমিযী ১৯৯০
[18] ইবন মাজাহ (ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ইমানি ওয়া ফাদাইলিস সাহাবাতি ওয়াল ইলমি), হা. নং: ১৫৯
[19] সুনান ইবনু মাজাহ ১৫৯

وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ: উট ব্যতীত কিছু কি উষ্ট্রী জন্ম দেয়

رَوَى التِّرْمِذِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ [20] صَحِيْحٌ

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একজন লোক আরোহণযোগ্য একটি বাহন চাইল। তিনি বললেন, একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আমি তোমাকে আরোহণ করাব। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উট ব্যতীত আর কোন কিছু কি উষ্ট্রী জন্ম দেয়?[21]

لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا: আজ এ থেকে আমি কাউকে কিছু দেব না

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ :فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ :لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا [22]

ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি খাইবার যুদ্ধের সময় চর্বি ভর্তি একটি চামড়ার থলে পেলাম। আমি তা তুলে নিলাম এবং বললাম, আজ এ থেকে আমি কাউকে কিছু দেব না। তিনি বলেন, আমি হঠাৎ পিছন ফিরে রসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখতে পেলাম, [আমার কথা শুনে] তিনি মুচকি হাসছিলেন।’

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ: তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাসছেন

قَالَ أَنَسٌ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺمِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ :وَاللهِ لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺقَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ :فَنَظَرْتُ

---

[20] তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফিল মিযাহ, হা. নং: ১৯৯১

[21] তিরমিযী: ১৯৯১

[22] মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার,বাবু জাওয়াযিল আকলি মিন তায়ামিল গানিমাতি ফি দারিল হারব, হা. নং: ১৭৭২

إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ : يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ [23]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাতে চাইলে আমি মুখে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যাব না। আর আমার মনে অবশ্য ইচ্ছা ছিল, আমি যাব; যেখানে যাওয়ার জন্য নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আমি বের হই এবং বাজারের মধ্যে কয়েকজন ছেলেকে খেলাধুলা করতে দেখি, (ফলে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি)। এমন সময় পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাসছেন। তিনি বললেন, হে উনায়স! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম, সেখানে যাও। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি এখনই যাচ্ছি।'

يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ: ওহে দু কানওয়ালা

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ [24] صحيح

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই বলে ডাক দিলেন, 'ওহে দু কানওয়ালা।' হাদিসটি সহিহ।

وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসছিলেন

رَوَى الإِمَامَانِ وَغَيْرُهُمَا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ :وَأَبُو

---

[23] মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, বাব: কানা রাসুলুল্লাহি ﷺ আহসানান নাসি খুলুকান, হা. নং:২৩১০

[24] আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা জাআ ফিল মিযাহ, হা. নং: ৫০০২

بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ :يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ[25]

ইমাম বুখারি ও মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন, আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ আল কুরাযি ﷺ তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং বায়েন তালাক দেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনু যুবায়র তাকে বিয়ে করেন। পরে তিনি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি রিফাআর কাছে ছিলেন এবং রিফাআ তাকে শেষ তিন তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁকে আবুদর রহমান ইবনু যুবায়র বিয়ে করেন। আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলাল্লাহ! এর কাছে তো শুধু এ কাপড়ের মত রয়েছে। (একথা বলে) তিনি তাঁর ওড়নার আচল ধরে উঠালেন। রাবী বলেন, তখন আবূ বকর ﷺ নবী ﷺ এর নিকট বসা ছিলেন এবং সাঈদ ইবনু আসও ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হুজরার দরজার কাছে বসা ছিলেন। তখন সা'দ ﷺ আবূ বকর ﷺ কে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে আবূ বকর আপনি এই মহিলাকে কেন ধমক দিচ্ছেন না, যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে (প্রকাশ্যে) এসব কথাবার্তা বলছে তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসছিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি আবার রিফাআ ﷺ এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হবে না। যতক্ষন না তুমি তার এবং সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহন করবে।

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ: তার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন

رَوَى الإِمَامَانِ وَغَيْرُهُمَا: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ،

---

[25] বুখারি, কিতাবুল আদব, বাবুত তাবাসসুম ওয়াদ দিহক, হা. নং: ৬০৮৪; এছাড়া ২৬৩৯, ৫৩১৭। সহিহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস ১৪৩৩
وفيه فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا

فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ :مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ[26]

ইমাম বুখারি ও মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে চলছিলাম। এ সময় তার পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী ডোরাদার চাঁদর ছিল। একজন বেদুইন তার কাছে এলো। সে তার চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। এমন কি আমি দেখতে পেলাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ 'আমরা কেউ চাষী নেই'

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[27]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ কথা বলছিলেন। তখন তাঁর এক গ্রাম্যলোক বসা ছিল। নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, জান্নাত-বাসীদের কোন একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ। নবী ﷺ বললেন, তখন সে

---

[26] বুখারি: ৬০৮৮, ৫৮০৯, ৩১৪৯; মুসলিম: ১০৫৭

[27] বুখারি: ৭৫১৯, ২৩৪৮

বীজ বুনবে এবং তার চারা হওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সব কিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) পাহাড় সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এ গুলো নিয়ে নাও। কোন কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা তাঁরা চাষী। আর আমরা তো চাষী নই (আমরা পশু পালন করি)। একথা শুনে নবী ﷺ হেসে ফেললেন।

نَامَ فَضَحِكَ فَنَامَ فَضَحِكَ

তিনি ঘুমালেন এরপর হাসলেন, আবার ঘুমালেন আবারও হাসলেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . رضى الله عنه . أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.[28]

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ উম্মু হারাম বিনতে মিলহান[29] رضي الله عنها-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মু হারাম رضي الله عنها ছিলেন, 'উবাদাহ

---

[28] বুখারি: ২৭৮৯, ৭০০১

[29]. তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহরাম বা বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম-এমন ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন।

ইবনু সামিত ؓ-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথায় বিলি দিতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মু হারাম ؓ বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! হাসির কারণ কী?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখেত উপবিষ্ট।’ এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ করেছেন। উম্মু হারাম ؓ বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।’ আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কী?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়।’ পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মু হারাম ؓ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। অতঃপর মু‘আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান ؓ-এর সময় উম্মু হারাম ؓ জিহাদের উদ্দেশে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

ইমাম নববি বলেন,

أُمّ حَرَامٍ أُخْتُ أُمّ سُلَيْمٍ ، وَقَدْ كَانَتَا خَالَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّه عليه السلام مَحْرَمَيْنِ إِمَّا مِنَ الرَّضَاع , وَإِمَّا مِنَ النَّسَب, فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهِمَا , وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا خَاصَّةً , لا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ النِّسَاء إِلا أَزْوَاجِه [30]

[30] ইমাম নববি, শরহু মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, বাবু ফাদাইলি উম্মি সুলায়ম উম্মি আনাস বিন মালিক

‘উম্ম হারাম ছিলেন উম্ম সুলায়মের বোন।তাঁরা দুজনেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খালাসম্পর্কীয় ছিলেন। তাঁরা দুজন তাঁর জন্য বংশীয় সূত্রে অথবা দুগ্ধপানের সূত্রে মাহরাম ছিলেন। এজন্য তাঁর জন্য তাঁদের কাছে একাকী যাওয়া জায়েয ছিল। তিনি কেবল তাঁদের দুজনের কাছেই বিশেষভাবে যেতেন। নিজের স্ত্রীগণ ছাড়া আর কোনো নারীর কাছে যেতেন না।’

وَكَانَ يَدْخُلُ عَلى أُمِّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ أَيْضًا:

তিনি আনাস এর মা উম্ম সুলায়মের ঘরে যেতেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ [31]

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মু সুলায়মের গৃহে যেতেন এবং তার বিছানায় আরাম করতেন আর উম্মু সুলায়ম তখন গৃহে থাকত না। আনাস رضي الله عنه বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। উম্মু সুলায়মকে বলা হলো, ইনি নবী ﷺ তোমার গৃহে, তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে গেছেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, উম্মু সুলায়ম গৃহে প্রবেশ করলেন, নবী ﷺ তখন ঘর্মাক্ত হয়েছেন, আর তার ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমে গেছে, উম্মু সুলায়ম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে ছোট একটি বোতলে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ হঠাৎ উঠে গেলেন এবং বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি করছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের শিশুদের জন্য তার বারাকাত নিচ্ছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ভাল করেছ।

[31] মুসলিম: ২৩৩১

كَانَ لَيُخَالِطُنَا: তিনি আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন

رَوَى السِّتَّةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ : عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ . رضى الله عنه . يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ " يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟[32]

ইমাম নাসাঈর সুনান ছাড়া অন্য ৫টি হাদিসগ্রন্থে, আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন নবী ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন এমনকি একদিন তিনি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওহে আবূ উমায়র। নুগায়র পাখিটি কেমন আছে?

فَلَطَّخَتْ بِهِ وَجْهِي، وَرَسُولُ اللّٰهِ يَضْحَكُ

সাওদা আমার মুখে হারিরা মেখে দিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ: زَارَتْنَا سَوْدَةُ يَوْمًا فَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي حِجْرِي، وَالْأُخْرَى فِي حِجْرِهَا، فَعَمِلْتُ لَهَا حَرِيرَةً، أَوْ قَالَ خَزِيرَةً فَقُلْتُ: كُلِي، فَأَبَتْ فَقُلْتُ " : لَتَأْكُلِي، أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَأَخَذْتُ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا فَلَطَّخْتُ بِهِ وَجْهَهَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَهُ مِنْ حِجْرِهَا تَسْتَقِيدُ مِنِّي، فَأَخَذَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا فَلَطَّخَتْ بِهِ وَجْهِي، وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ، فَإِذَا عُمَرُ يَقُولُ :يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومَا فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا، فَلَا أَحْسِبُ عُمَرَ إِلَّا دَاخِلًا[33] فَقَالَ عُمَرُ :السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ : ادْخُلِ ادْخُلْ[34] . حَدِيْثٌ حَسَنٌ[35]

---

[32] বুখারি: ৬১২৯, ৬২০৩; মুসলিম: ২১৫০, আবু দাউদ: ৪৯৬৯; তিরমিযি: ৩৩৩; ১৯৮৯; ইবন মাজাহ: ৩৭২০

[33] নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা: ৮৮৬৮; মুসনাদু আবি ইয়ালা: ৪৪৭৬

[34] ইমাম আহমদ, ফাদাইলুস সাহাবা, হা. নং: ৫০৪

[35] হাইসামি মাজমাউয যাওয়ায়িদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হা. নং: ৭৬৮৩। তিনি বলেছেন, رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ‘আবু ইয়ালা এটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আলকামা ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশুদ্ধ।তাঁর হাদিস হাসান।

আবু সালামা থেকে বর্ণিত, আয়েশা ﵂ বলেন, একবার সাওদা আমাদের কাছে আসলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের দুজনের মাঝখানে বসলেন। তাঁর এক উরু ছিল সাওদার কোলে এবং আরেক উরু ছিল আমার কোলে। সাওদার জন্য আমি কিছু হারিরা[36] (অথবা বলেছেন হাযিরা) রান্না করলাম। সাওদাকে বললাম, 'আপনি খান।' কিন্তু তিনি খেতে চাইলেন না। তখন বললাম, 'হয় আপনি খাবেন, নয়তো এই খাবার আপনার মুখে লেপে দেবো।'তিনি এবারও অস্বীকার করলেন। আমি তখন হারিরার বাটি থেকে কিছু নিয়ে সাওদার মুখে লেপে দিলাম। নবিজি ﷺ সাওদার দিক থেকে উরু ভাঁজ করে তাঁকে আমার কাছ থেকে বদলা নেয়ার সুযোগ করে দিলেন। এবার সাওদা বাটি থেকে কিছু হারিরা নিয়ে আমার মুখে লেপে দিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন হাসছিলেন। হঠাৎ উমর ﵁ ইয়া আবদাল্লাহ ইবন উমর, ইয়া আবদাল্লাহ ইবন উমর বলে ডাকতে লাগলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,'দুজনেই ওঠো। নিজেদের মুখ ধুয়ে ফেলো। মনে হয় উমর ভেতরে চলে আসবেন।' উমর ﵁ তখনই বললেন, 'নবিজি। আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত আর বরকত বর্ষিত হোক। আসসালামু আলাইকুম। আমি কি ভেতরে আসবো?' তিনি বললেন, 'আসুন। আসুন।' হাদিসটি হাসান।

فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ:

তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, সামনের আর মাড়ির দাঁত দেখা গেলো

رَوَى أَبُوْ دَاودَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا . فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا . فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ

---

[36]. হারিরা একধরনের তরল খাবার। তুলনামূলক বেশি পানির সাথে লবন ও অন্যান্য মশলা দিয়ে ছোট ছোট মাংসের টুকরা সহযোগে বান্না করা হয়। এরপর তাতে ময়দা ব্যবহার করা হয়।

طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا . فَغَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ [37] صحيح

যায়িদ ইবনু আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। তখন ইয়ামেন থেকে এক লোক এসে বললো, ইয়ামেনের তিন ব্যক্তি একটি সন্তানের মালিকানা দাবী নিয়ে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বিবাদ করে, তারা সকলেই একই তুহরে একটি মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারা ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অন্য দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও রেগে গেলো। এবার তিনি অপর দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও রাগান্বিত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা এই সন্তানের দাবী নিয়ে বিবাদ করছো। আমি লটারীর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবো। লটারীতে যার নাম উঠবে, সন্তানটি সেই পাবে, তবে সে অপর দু'জনকে এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠলো সন্তানটি তাকেই প্রদান করলেন। আলী رضي الله عنه এর এ দুরদর্শিতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর সম্মুখ ও মাড়ির আদ্বরাস ও নাওয়াযিজ দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। হাদিসটি সহিহ।

عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ ﷺ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " ﴿الْحَمْدُ

[37] আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাব: মান কালা বিল কারআতি ইযা তানাযাউ ফিল ওয়ালাদি, হা. নং: ২২৬৯

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ " أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ [38]

আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে লোকজন অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করলে তিনি একটি মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সেটি তাঁর ঈদগাহে রাখা হলো এবং তিনি লোকদেরকে ওয়াদা দিলেন যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে একদিন সেখানে যাবেন। ‘আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার পর বের হয়ে মিম্বারের উপর বসে তাকবীর বলে মহা মহীয়ান আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছ। অথচ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা তাকে ডাকো, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ।

অতঃপর তিনি বলেন, সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য, যিনি দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান, শেষ বিচারের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আপনি সম্পদশালী আর আমরা ফকীর ও মুখাপেক্ষী। কাজেই আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা কিছু বর্ষণ করবেন, তদ্দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দিন।

অতঃপর তিনি দু’ হাত এতোটা উঁচু করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা গেলো। অতঃপর হাত উঠানো অবস্থায়ই তিনি লোকদের দিকে স্বীয় পিঠ

---

[38] . আবু দাউদ, হা. নং: **১১৭৩**

ঘুরিয়ে দিয়ে চাদরটি উল্টিয়ে নিলেন। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার হতে নেমে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ সময় মহান আল্লাহ এক খন্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটালেন, যার মধ্যে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টিপাত হলো। এমনকি তিনি মাসজিদ পর্যন্ত আসতে না আসতেই পথঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে গেলো। যখন লোকজনকে বাড়ি-ঘরের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, তখন নবী ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর নাওয়াযিজ দাঁত দেখা গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতবান এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। তথাপি হাদীসটির সনদ ভাল।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ ". فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ " بَلَى ". قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُونٌ. قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا [39] متفق عليه

আবূ সা'ঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সারা জগৎ একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলট পালট করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে। এমন সময় একজন ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনার উপর বারাকাত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন

[39] বুখারি, কিতাবুর রিকাক, বাব: ইয়াকবিদুল্লাহুল আরদা ইয়াওমাল কিয়ামাতি, হা. নং: ৬৫২০; মুসলিম ২৭৯২

জান্নাতবাসীদের মেহেমানদারি সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সে দিন) দুনিয়াটা একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও তেমনি বলল)। তখন নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের নাওয়াযিজ দাঁতগুলো প্রকাশিত হল। এরপর তিনি বললেন, তবে কি আমি তোমাদেরকে (তাদের) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন, বালাম এবং নুন। সহাবাগণ বললেন, সেটা কী জিনিস? তিনি বললেন, ষাঁড় এবং মাছ। যাদের কলিজার গুরদা হতে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম উভয়ই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾[40]

‘আবদুল্লাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী আলিমদের থেকে এক আলিম রাসূল ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর নাওয়াযিজ দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন, তারা আল্লাহকে যথোচিত মর্যাদা দান করে না।

أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

আল্লাহ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলাল্লাহ

اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ

[40] বুখারি: ৪৮১১

يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ :أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ :أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَ :نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ [41]

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনু খাত্তাব ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশী পরিমাণ দাবী-দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াজের চেয়ে তাদের আওয়াজ উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইবনুল খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর ﵁ ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন। উমর ﵁ বললেন, আল্লাহ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলাল্লাহ।

নবী ﷺ বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়াজ শোনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর ﵁ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই অধিক ভয় করা উচিত। তারপর উমর ﵁ ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহর রাসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক রূঢ় ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ ঠিকই হে ইবনু খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান

---

[41] বুখারি: ৩২৪৯; মুসলিম: ২৩৯৬

যখনই কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্যপথে চলে যায়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [42]

আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরন করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভাল হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করবো না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল।

---

[42] বুখারি: ২২৭৬

তারপর তিনি গিয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমন ভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়- ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন এটা করবো না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কি হুকুম দেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দূয়া? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী ﷺ হাসলেন।

تَبَسَّمَ وَ ضَحِكَ فَقَال : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِينَةُ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ[43].

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আহর দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে,

[43] বুখারি: ১০২১; নাসাঈ: ১৫১৭

গাছপালা লাল হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এভাবে দু'বার বললেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ্) মিম্বার হতে নেমে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন হতে পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকে। অতঃপর যখন তিনি (দাঁড়িয়ে) জুমু'আহর খুৎবাহ দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাঁর নিকট নিবেদন করল, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের হতে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। তখন নবী ﷺ মৃদু হেসে বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তখন মদিনার আকাশ মুক্ত হলো আর এর আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগল। মদিনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছিল না। আমি মদিনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদিনা যেন মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

عَنْ أَنَسٍ . رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا. فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً، يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا، وَلاَ يُمْطِرُ مِنْهَا شَىْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.[44]

---

[44] বুখারি: ৬০৯৩

আনাস ﵁ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট জুমু'আহর দিন মদিনায় এল, যখন তিনি খুতবাহ দিচ্ছিলেন। সে বলল, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি বৃষ্টির জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখলাম না। তখন তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এ সময় মেঘ এসে মিলিত হতে লাগলো। তারপর এমন বৃষ্টি হলো যে, মদিনার খাল-নালাগুলো প্রবাহিত হতে লাগল এবং ক্রমাগত পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকল, মাঝে আর বিরতি হয়নি। পরবর্তী জুমু'আয় যখন নবী ﷺ খুতবাহ দিচ্ছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো ডুবে গেছি। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং দু'বার অথবা তিনবার দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! (বৃষ্টি) আশে-পাশে নিয়ে যান, আমাদের উপর নয়। তখন মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মদিনার আশে-পাশে বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর আর বর্ষিত হলো না। এতে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ এর কারামাত ও তাঁর দু'আ কবূল হবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ "

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার

সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।[45]া

আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

১। সওতুল মদীনা, রবিউস সানি, ১৪৪২ (আব্দুল কাদির জিলানি র. সংখ্যা)
২। সওতুল মদীনা, জুমাদাল আউয়াল, ১৪৪২ (আলফে সানি র. সংখ্যা)
৩। সওতুল মদীনা, জমাদিউস সানি সংখ্যা, ১৪৪২
৪। সওতুল মদীনা, রজব, ১৪৪২ (খাজা আজমীরী র. সংখ্যা)
৫। সহিহ হাদিসে শবে বরাত- আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৬। সহিহ হাদিসে তারাবিহর সালাত- আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৭। সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মদি- মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৮। যে দুআ এবং যাদের দুআ ফেরানো হয় না- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র.
৯। রিসালাতুল মুআওয়ানাহ- ইমাম হাদ্দাদ র.
১০। প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া - আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১১। তাজিমি সিজদা ও কদমবুছি - আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১২। রাসূলের মুচকি হাসি - মুহাম্মদ আইনুল হুদা

প্রকাশিতব্য

১৩। সহিহ হাদিসে সুন্নাতী দাম্পত্য জীবন - মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১৪। জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন - মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১৫। মাওলিদ বারজাঞ্জি কামিল – ইমাম বারজাঞ্জি
১৬। মাওলিদু রাসূলিল্লাহ - হাফিজ ইবনু কাসীর
১৭। আত তাআররুফ লি মাযহাবি আহলিত তাসাউউফ- ইমাম কালাবাযি র.
১৮। আওয়ারিফুল মাআরিফ- ইমাম শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি র.
১৯। ইলমে গাইব, হাজির নাজির ও নূরের সৃষ্টি – মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
২০। নারী পুরুষের সালাতের পার্থক্য - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

---

[45] সুনান তিরমিযী ১৯৫৬ সহিহ